

## বাংলাপিড়িয়ার মুদ্রণ কাজ উদ্বোধন অভিযোগ যাচাইয়ে কমিটি হচ্ছে শিক্ষামন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার: ইসলামী বিষয়াদলী সম্পর্কে বিকৃত ও আপত্তিকর তথ্য সংবলিত এবং শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান সম্পর্কে অবমাননাকর মন্তব্যকারী বিতর্কিত বাংলাপিড়িয়ার মুদ্রণ কাজের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়েছে। ঢাকার এশিয়াটিক সোসাইটিতে গতকাল এক জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষামন্ত্রী ডঃ ওসমান ফারুক বাংলাপিড়িয়া ছাপার প্লেট ও কম্পোজকৃত ফিল্মের মোড়ক উন্মোচন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির

বক্তৃতায় শিক্ষামন্ত্রী ডঃ ওসমান ফারুক বাংলাপিড়িয়া যেন এদেশের মানুষের চিন্তাচেতনা ও বিশ্বাসে আঘাত না হানে এবং এ নিয়ে কোন বিতর্কের সৃষ্টি না হয় তার প্রতি সংশ্লিষ্টদের আরো সতর্ক হবার আহ্বান জানিয়ে বলেন, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক স্পর্শকাতর বিষয়গুলো আরো সময় নিয়ে যাচাই-বাছাইয়ের পর ছাপার ব্যবস্থা করতে হবে। তিনি বাংলাপিড়িয়াকে সঠিক তথ্যনির্ভর ও বহুনিষ্ঠ করার সাথে

৪-এর পৃঃ ১-এর কঃ দেখুন

### শিক্ষামন্ত্রী

৮-এর পৃষ্ঠার পর

সাথে সামাজিক স্পর্শকাতর বিষয়াবলীর দিকেও লক্ষ্য রাখার আহ্বান জানিয়ে বলেন, অন্যথায় এটি সার্বজনীন হবে না এবং নতুন প্রজন্মের কাছেও গ্রহণযোগ্য হবে না। বরং বাংলাদেশ সম্পর্কে সবার মাঝে একটি অনাকাঙ্ক্ষিত ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হবে।

ইতিমধ্যেই বাংলাপিড়িয়া সম্পর্কে যেসব অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে তা খতিয়ে দেখতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় অচিরেই একটি কমিটি গঠন করবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

গতকাল এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর আবদুল মমিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে আয়োজিত এই মুদ্রণ পর্বের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে আরো বক্তব্য রাখেন বাংলাপিড়িয়ার প্রধান সম্পাদক প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম, বাংলাপিড়িয়া প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা সম্পাদক প্রফেসর শাহজাহান মিয়া এবং এশিয়াটিক সোসাইটি বাংলাদেশের সাধারণ সম্পাদক প্রফেসর সৈয়দ রাশিদুল হাসান।

প্রধান অতিথির বক্তৃতায় শিক্ষামন্ত্রী ডঃ ওসমান ফারুক বলেন, বাংলাপিড়িয়া কোন বিশেষ দল বা গোষ্ঠীর রাজনৈতিক দলিলে পরিণত হোক- তা আমরা চাই না। একে সকল বিতর্কের উর্ধ্বে রাখতে হবে এবং বাহ্যিক তথ্য কিংবা অহেতুক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত তথ্য বাদ দিতে হবে। বাংলাপিড়িয়াকে পুনরায় রিভিউ করার পরামর্শ দিয়ে তিনি বলেন, এই রিভিউ প্রক্রিয়ায় মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতা নিন। প্রেসে দেয়ার আগে আরেকবার পূঙ্খানুপূঙ্খভাবে পরীক্ষা করে ভুল-ত্রুটি সংশোধনের ব্যবস্থা নিন। এতে বাংলাপিড়িয়া জাতীয় ও আর্ন্তজাতিকভাবে অধিক গ্রহণযোগ্য হবে। তিনি বলেন, চারাগাছ মাটিতে রোপণ না করে পাথরের ওপর রোপণ করলে সেই চারা কোনদিন বড় হবে না। এজন্য অনেকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। বাংলাপিড়িয়ায় কি আছে, তা তিনি এখনও দেখার সুযোগ পাননি উল্লেখ করে বলেন, আমি শুনতে পেয়েছি হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সম্পর্কে বলা হয়েছে, তিনি বিবি খাদিজাকে বিয়ের পর বিপুল ধনশালী হয়ে এবং জাগতিক চিন্তামুক্ত হয়ে হেরা পর্বতে ধ্যান করতে গিয়েছিলেন। এই তথ্য অবশ্যই আপত্তিকর। এমনকি 'ধ্যান' শব্দটাও এদেশের মুসলমান সমাজ গ্রহণ করবে না। এ প্রেক্ষিতে বাংলাপিড়িয়ার প্রত্যেকটি শব্দ চয়নেও তিনি যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান এবং সামাজিক বাস্তবতা খেয়াল রাখার আহ্বান জানান। কোন স্পর্শকাতর বিষয়েই যেন অবিবেচনাপ্রসূত মন্তব্য না থাকে এবং এশিয়াটিক সোসাইটির মত বিশাল প্রতিষ্ঠান যেন বিতর্কের বিষয়ে পরিণত না হয় তার দিকে সবাইকে খেয়াল রাখার ও অধিক দায়িত্বশীল হওয়ার পরামর্শ দিয়ে তিনি বলেন, বাংলাপিড়িয়াকে কোন রাজনৈতিক বা গোষ্ঠীবিশেষের দলিলে পরিণত না করে প্রকৃত সত্যের দলিলে পরিণত করুন। এ ব্যাপারে মন্ত্রণালয় সর্বাঙ্গক সহায়তা দেবে।